পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

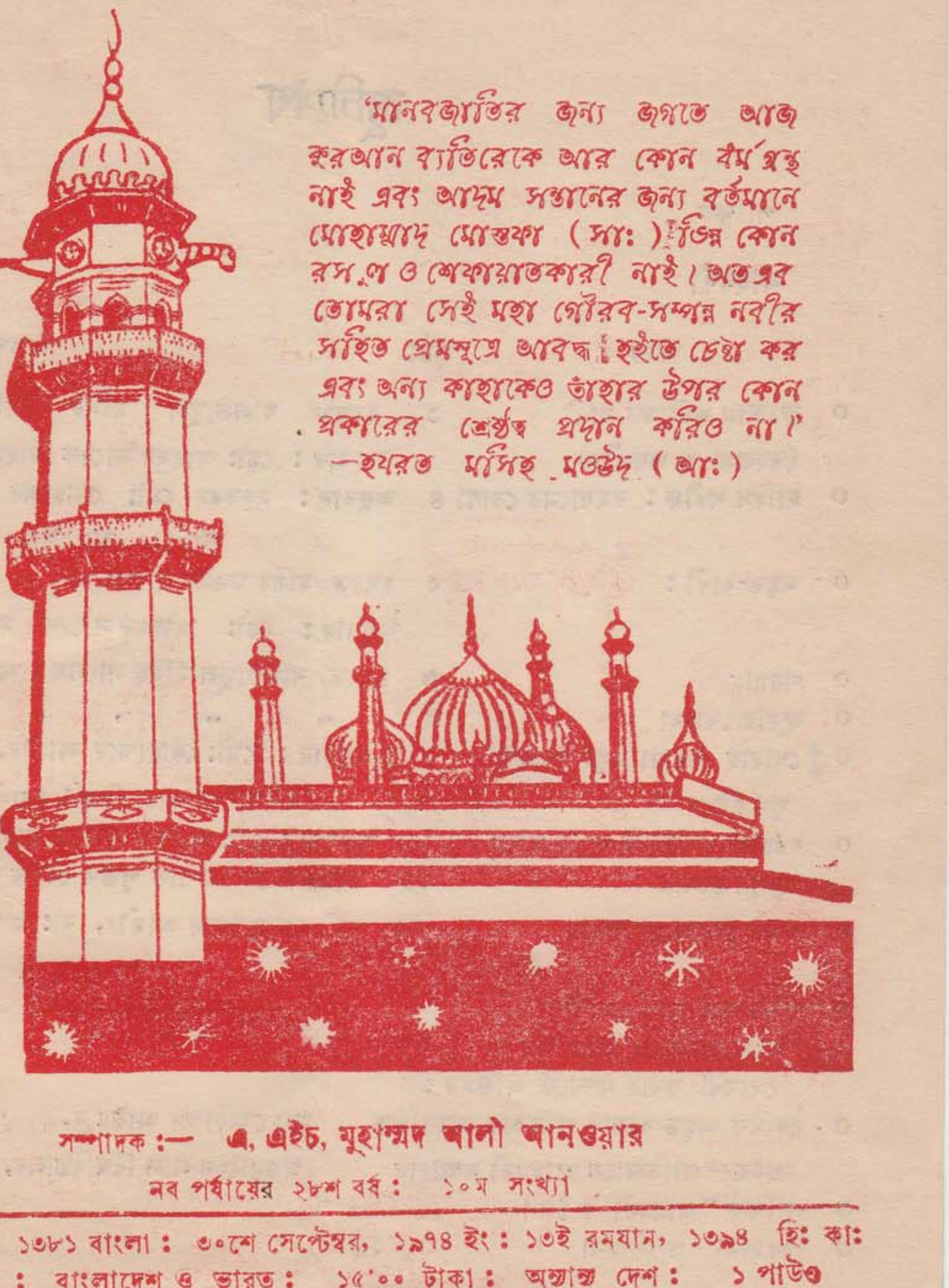

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

১৪ই আশ্বিন, ১৩৮১ বাংলা : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ ইং : ১৩ই রমযান, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ২৮শ বর্ষ

আহমদী ১০ম সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
কুরআন শরীফের বাণী (তরজমা ও তফসীর)	১	হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাঃ) অনুবাদ: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
হাদিস শরীফ: রমযানের রোযা	৪	অনুবাদ: মহতরম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব আমীর, বাঃ আঃ আঃ
অমৃত-বাণী:	৫	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
পয়গাম	৬	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)
জুমার খোৎবা	৬	,, ,, ,, ,, অনুবাদ: মৌঃ মোহাম্মাদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ
খোদাই ওয়াদা সমূহ অবশ্যই পূর্ণ হইবে	৭	সাহেব জাদা মির্জা ওয়াসীম আহমদ অনুবাদ: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
ধর্মহারা ব্যক্তিরাই ধর্মের নামে জুলুম চালায়	১১	'ধর্মের নামে রক্তপাত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত'
একটি চ্যালেঞ্জের জবাব	১৮	মৌঃ মোহাম্মাদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ
পাকিস্তান পার্লামেন্টের আহমদীদিগকে অমুসলিম ঘোষণা করার সম্পর্কে অভিমত:	২১	
দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ—পাকিস্তানে আহমদী সম্প্রদায়		ডাঃ মোহাম্মদ আইয়ুব, জওয়াহের লাল বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী
পাক্ষিক "আহমদী"র চাঁদা	২৪	
ফিৎরানা ও ফিদিয়া	২৪	

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা :

১৮ই আশ্বিন, ১৩৮১বাং : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ইং : ৩০শে তবুক, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

কুরআন শরীফের বাণী

১। সব মানুষ (ধ্যান-ধারনায়) একই জাতি রূপে ছিল। অতঃপর আল্লাহ নবীদিগকে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদের সঙ্গে সত্যে প্রতিতষ্ঠি কেতাব নাযেল করিলেন, যাহাতে তিনি তাহাদের মধ্যকার মতানৈক্যের বিষয়গুলির ফয়সালা প্রদান করেন। কিন্তু ফল হইল এই যে, যাহাদিগকে সেই কেতাব দেওয়া হইয়াছিল স্বয়ই তাহারাই তাঁহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরও তাহাদের পরস্পরের ঔদ্ধত্য ও দাঙ্গা-ফ্যাসাদের কারণে উহার (সেই কেতাবের) বিষয়ে মতবিরোধ করিল। সুতরাং আল্লাহ্ মোমেনদিগকে তাঁহার আদেশেই সেই সত্যে উপনীত করিলেন যাহার সম্বন্ধে অন্য লোকেরা মতবিরোধ করিল এবং আল্লাহ্ যাহাকে পছন্দ করেন তাহাকেই সত্য-সরল পথে পরিচালিত করেন।

২। তোমরা কি ভাবিয়াছ যে, (এতদ সত্বেও যে,) এখনও তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্ত্তীগণের (মত দুঃখ-যাতনার) অবস্থা উপনীত হয় নাই, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ

লাভ করিবে ? তাহাদেরকে (সর্ব প্রকার) দুঃখ কষ্ট এবং যাতনার আঘাত দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে ভীষণভাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তোলা হইয়াছিল, যাহাতে রসুল এবং তাঁহার সঙ্গের ঈমান আনয়নকারীগণ বলিয়া উঠেন যে, আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসিবে ? মনে রাখিও, আল্লাহ্র সাহায্য নিশ্চই সন্নিকট।

(আল বাকারা : ২১৪, ২১৫)

সংক্ষিপ্ত তফসীর :

"উম্মতে ওয়াহেদা" শব্দ কোরআন করীমে আট জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে তিনটি জায়গায় অর্থাৎ ইয়োনুস, রুকু : ২, আম্বিয়া, রুকু : ৬ এবং মোমেনুন, রুকু : ৪-এর মধ্যে ইহার শ্রেণী বা জাতি গত ঐক্য অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্য পাঁচ জায়গায় অর্থাৎ মায়েদা, রুকু : ৭, নাহাল, রুকু : ১৩, শুরা রুকু : ১, যোখরোফ রুকু : ৩ এবং বাকারা রুকু : ২৬, এর মধ্যে ইহার মতৈক্য অর্থ নেওয়া হইয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতের অর্থ এই যে, আদম (আঃ)-এর সময় হইতে মানব জাতি একই ধর্মমতে ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যেমন ক্রমাগত নবীগণ আসেন, তেমনি তাঁহাদের বিরোধীতা করিয়া মানুষ বিভিন্ন মতাবলম্বীতে পরিণত হয়। অথচ নবীগণ ঐক্য মতের সৃষ্টি করার জন্য আসেন।

উক্ত আয়াতে আশ্চর্যজনক বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। নবী আসেন মতানৈক্য মিটাইবার জন্য, কিন্তু মানুষ তাহাদের পারস্পরিক মত-বিরোধ ছাড়িয়া তাঁহার বিরোধিতায় লাগিয়া যায় এবং সেই জাতিই সব চাইতে বেশী বিরোধিতা করে যাহারা নবীর ওহী ও এলহামের দ্বারা প্রথম সম্বোধিত হয় এবং যাহাদিগের মধ্যে নবী প্রেরীত হন। অন্যান্য জাতি তাঁহার শিক্ষাকে একটি জ্ঞানের বিষয় মনে করিয়া উহার প্রতি মনোযোগী হয়, উহা লইয়া চিন্তা ভাবনাও করে এবং উহার কোন কোন অংশের প্রশংসাও করে। কিন্তু যাহাদের মধ্যে কেতাব (ওহী ও এলহাম) নাযেল হয় অথবা যাহারা উহার দ্বারা প্রথম সম্বোধিত হয় তাহারা বিরোধিতায় এতই বাড়িয়া উঠে যে, তাহারা উহার মধ্যে কোনই প্রশংসার বিষয় দেখিতে পায় না। আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন যে, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, যাহাদের উপকারার্থে সেই কেতাব আসিল তাহারাই উহার সব চাইতে বেশী বিরোধী হয়। এই বাক্যের মধ্যে এই বিষয় বস্তু বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন জাতির অধিকাংশ লোক কঠোর বিরোধী হইয়া যায় তখন অবশ্যই ঈমান আনয়নকারীগণ মানুষের বিরোধিতার কবলে পড়িয়া যায় এবং অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা ও সংকট তাহাদের উপরে আসিয়া পতিত হয়, যাহার ফলে আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে সেই সকল পুরস্কারের উত্তরাধিকারী করিয়া দেন, যাহা আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে সমগ্র জাতির জন্য নির্ধারিত ছিল। একই বিষয় বস্তুর ব্যাখ্যা

একটি হাদিসে হযরত নবী করীম (সাঃ) এইরূপ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির একটি ঘর দোজখে এবং একটি জান্নাতে থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের উপরে জুলুম চালায় তাহার জান্নাতস্থ গৃহ লইয়া আল্লাহতায়ালা মজলুম ব্যক্তি বা ব্যক্তি দিগকে দান করিয়া দেন এবং মজলুমের দোজখের ঘরটি লইয়া জালেমকে দিয়া দেন। অস্বীকার-কারীগণ যেহেতু বিনা কারণে সমাগত নবী ও কেতাবের বিরোধীতা করে এবং তাহার ফলে মোমেন-গণকে কঠিন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয় এজন্য আল্লাহ্তায়ালা আদেশ দেন যে সেই যাবতীয় পুরস্কারই যাহা সমস্ত জাতির জন্য নির্ধারিত ছিল মুষ্টিমেয় ঈমানদার দিগকে প্রদান করা হউক এবং বাদ বাকী জাতিকে তাহাদের জালেম হওয়ার কারণে পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হয়।

পরবর্ত্তী আয়াতে খোদাতায়ালা নবী এবং মোমেনদের উপর যে বিপদাবলী আসে উহার কারণ, উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে মোমেনদের কোন কষ্টই স্পর্শ করিতে দিতেন না, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই বরং বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে সর্বদা কঠোর নিপীড়ন নির্যাতন ও চরম দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হইয়াছে এবং উহার পিছনে আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্যে ইহাই যে, মোমেনগণের হৃদয়ে যেন দোয়ার জন্য অধিকতর আবেগ ও উদ্দীপনা জন্মায় এবং তাঁহারা বার বার আল্লাহ্র দিকেই ঝুকেন, যাহার ফলে একদিকে যেমন তাঁহাদের অন্তরে আল্লাহ্-তায়ালার প্রতি প্রেম ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, তেমনি অন্যদিকে যখন আল্লাহতায়ালার সাহায্য অলৌকিকভাবে উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদের ঈমান বাড়ে এবং অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধবাদী-গণের মধ্য হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যেন হেদায়েত লাভ করিতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন যে, যখন উক্ত উদ্দেশ্য পুরা হইয়া যায়, তখন আল্লাহতায়ালা বলিয়া দেন যে এখন আমার সাহায্য নামিয়া আসিল। এই আয়াতের বিষয়-বস্তু পূর্ববর্ত্তী আয়াতের সেই অর্থেরও সমর্থন করিতেছে যাহাতে এই কথার উল্লেখ রহিয়াছে যে যখন জাতির অধিকাংশ লোক মতানৈক্য ও বিরোধিতা করে তখন মোমেনগণ কঠিন পরীক্ষা এবং চরম দুঃখ-কষ্টের শিকার হন এবং উহার পরিণতিতে আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত জাতির জন্য নির্ধারিত পুরস্কার মোমেনদিগকেই সঁপিয়া দেন।

[হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে সগীর' হইতে অনুদিত]

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

হাদিস শরীফ

(১)

প্রভাতের পূর্বে যে রোযা রাখার সঙ্কল্প না করে, তাহার রোযা নাই।

(তিরমিযি, আবু দাউদ)।

(২)

যতদিন মানুষ তাড়াতাড়ি রোযা এফতার করিবে, ততদিন তাহারা উন্নতিশীল থাকিবে।

(বোখারী, মোসলেম)।

(৩)

পেয়ালা হাতে থাকা অবস্থায় (পানাহারে রত থাকা অবস্থায়) যদি তোমাদের মধ্যে কেহ (ফজরের) আযান শুনে তাহা হইলে সে পেয়ালা নামাইয়া রাখিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পরিতৃপ্ত হয়। (আবু দাউদ)।

(৪)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুসাফিরের জন্য নামাযের অর্ধেক লাঘব করিয়া দিয়াছেন এবং মোসাফির, স্তন্যদানকারিনী ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের উপর হইতে রোযা নামাইয়া দিয়াছেন।

(আবু দাউদ,—এবনে মাজাহ, নেসায়ী)

(৫)

ঈছুল ফেতের ও ঈছুল আজহার দিনগুলিতে কোন রোযা নাই।

(বোখারী, মোসলেম)।

(৬)

হযরত রসুল করীম (সাঃ) মৃত্যুকাল পর্যন্ত রমযানের শেষ দশদিন এতেকাফ করিতেন।

(বোখারী, মোসলেম)।

(৭)

এতেকাফ অবস্থাকালীন কেহ রোগীকে দেখিতে যাইবে না, জানাযার নামাযে যোগদান করিবে না, স্ত্রীলোক স্পর্শ করিবে না, তাহার সহিত সহবাস করিবে না এবং অপরিহার্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোন অবস্থায় সে বাহিরে আসিবে না। রোযা ব্যতিরেকে এতেকাফ হয় না। (আবু দাউদ)।

(৮)

ওবেদা বিন সামেত বলিয়াছেন : আল্লাহ্র রসুল (সাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন আমাদিগকে লায়লাতুল কদর জানাইতে। দুই মুসলমান ঝগড়া করিতেছিল। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে লায়লাতুল কদর জানাইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা ঝগড়া করিতেছিল ; আমি ভুলিয়া গেলাম। উহা জানিলে তোমাদের ভাল হইত। এখন (এতেকাফের) নবম ও সপ্তম অথবা পঞ্চম রাত্রিতে উহার অনুসন্ধান কর। (বুখারী)।

(৯)

রমযানের শেষ দশ রাত্রির মধ্যে লায়লাতুল কদরের অন্বেষণ কর। (বুখারী)।

(১০)

আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহর রসুল, লায়লাতুল কদর জানিতে পারিলে আমি কি করিব ? তিনি উত্তর দিলেন : বল : 'হে আল্লাহ্ ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা প্রিয়, অতএব আমাকে ক্ষমা কর।'

(ইবনে মাজা, তিরমিযি)।

অনুবাদ : মোঃ মোহাম্মাদ

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"এই অধম খোদাতায়ালার অনুগ্রহরাজীর শোকর আদায় করিতে অক্ষম। এই কুফুর বাজীর সময়ে যখন চতুর্দিক হইতে এই জমানার আলেমগণের দিক হইতে এই আওয়াজ আসিতেছে যে, "লাসতা মোমেনান"—"তুমি মোমেন নহ", তখন আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে এই ডাক আসে:

قل انی امرت و انا اول المؤمنین -

—"বল, আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি সর্ব প্রথম (পর্যায়ের) ঈমান আনয়নকারী।"

একদিকে মৌলবী সাহেবান বলিতেছেন, যে কোন রূপেই হউক এই ব্যক্তির মূলোৎপাটন কর এবং অন্য দিকে এলহাম অবতীর্ণ হয়:

یتربصون علیك الدوائر علیهم دائرة السوء

—"তাহারা তোমার উপরে বিপদ পাতের প্রতীক্ষা করিতে থাকে; প্রকৃত পক্ষে তাহাদের উপরই কুচক্র পতিত হইবে।"

তেমনি, একদিকে যখন তাহারা প্রচেষ্টা চালাইতেছে যাহাতে এই ব্যক্তিকে তাহারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে পারে, তখন অন্য দিকে আল্লাহ্‌তায়ালা ওয়াদা করেন:

انی مهین من اراد اهانتك - الله اجرك - الله یعطیك جلالك -

—"যে ব্যক্তি তোমার অবমাননা কামনা করে তাহাকে আমি অবমানিত করিব। আল্লাহ্‌ই তোমাকে তোমার প্রতাপ প্রদান করিবেন।"

একদিকে মৌলবীরা ফতওয়ার পর ফতওয়া লিখিয়া যাইতেছে যে, এই ব্যক্তির সম-আকীদা ভুক্ত হইলে এবং তাহার অনুসরণ করিলে মানুষ কাফের হইয়া যায়। কিন্তু অন্যদিকে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার এই এলহামের উপরে ক্রমাগত জোর দিতেছেন:

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله -

—"বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে আমার অনুসরণ কর, তাহা হইলে তোমরাও আল্লাহ্‌র প্রিয় হইয়া যাইবে।")

মোট কথা, এই সমস্ত মৌলবী সাহেবান খোদাতায়ালার সহিত লড়াই করিতেছেন। এখন দেখুন, বিজয় কাহার লাভ হয়।"

(নেশানে-আসমানী, ১৮৯২ ইং সনে প্রণীত, পৃঃ ৩৮, ৩৯; তাযকেরা পৃঃ ১৯৬, ১৯৭)

অনুবাদ: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

পয়গাম
হযরত খলীফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

জামাতের সকল বন্ধুকে 'আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু" জানাইয়া হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন ঃ—

"বন্ধুগণ সিজদায় পড়িয়া দোয়ায় রত থাকুন এবং তার পর দেখুন, আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য কিভাবে পূরা হয়। যদি (পাকিস্তান) সরকার কোন আহমদীকে অমুসলিম হওয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করে, তবে ঐ সার্টিফিকেটের কোন প্রয়োজন আমাদের নাই। কেননা স্বয়ং আল্লাহতায়ালা আহমদীদিগকে মুসলমান হওয়ার সার্টিফিকেট দিয়া রাখিয়াছেন।"

জুমার খুতবা
সৈয়েদেনা হযরত খলীফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

[১৯৭৩ ইং সনের ৪ঠা মে তারিখে প্রদত্ত খোৎবা হইতে উদ্ধৃত]

একজন মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট সকল শর্তকে জামাতে আহমদীয়া পূর্ণ করে।

ইহা সত্ত্বেও যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদিগের অমুসলিম আখ্যা দেয়, তাহা হইলে সে বস্তুতঃপক্ষে খোদার মোকাবেলায় খাড়া হয়।

ইহা খোদার ফয়সালা যে আহমদীয়তের দ্বারা পৃথিবীতে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় সাধিত হইবে। দুনিয়ার কোন শক্তি এই ফয়সালাকে বানচাল করিতে পারিবে না।

যে খোদার উপর আমরা ভরসা করি, তিনি কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেন না, কারণ তিনি সত্য প্রতিজ্ঞাকারী খোদা।

"বন্ধুগণ ভাল করিয়া স্মরণ করিয়া রাখিবেন যে, আমরা এই একীনের উপর প্রতিষ্ঠিত যে আমাদের ঈমানের জন্য কোন রাজনীতির সনদ অথবা বাহ্যিক দীনী আলেমের ফতওয়ার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ মনে করে যে তাহার মুসলমান হওয়া ও থাকার জন্য কোন বাদশাহের সনদ অথবা কোন বড় মুফতীর ফতওয়ার প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহার ঈমান ঈমান নহে। কিন্তু যদি ফতওয়ার কোন প্রয়োজন না থাকে এবং নিশ্চয় নাই, তাহা হইলে এই প্রকার ফতওয়া নিরর্থক।

(১৬-এর পৃঃ দেখুন)

ইসলাম এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে খোদাই ওয়াদা সমূহ অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ হইবে

—মোহতরম সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব,
নাযের দাওয়াত ও তবলীগ, কাদিয়ান (ভারত)।

বন্ধুগণ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সেই সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া থাকিবেন যদ্বারা জামাত আহ্‌মদীয়াকে পাকিস্তানে অমুসলিম সংখ্যালঘু বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না যে, ভবিষ্যতে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার কি পরিণতি ও ফলাফল হইতে পারে। কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার চিরন্তন নিয়ম এবং জাতি সমূহের ইতিহাস হইতে এতটুকু জানি যে, এলাহী জামাত সমুহ কঠোরতম পরীক্ষা সমূহের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে এবং ঐ সকল পরীক্ষার ভিতর দিয়া কুরবানী পেশ করিতে করিতে তাহাদের গন্তব্য-স্থলের দিক ধবিত হয়। কোরআন-পাক বলে :

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا
امنا وهم لا يفتنون ۝

—মোমেনদের এই দৃঢ় বিশ্বাসে কায়েম হওয়া উচিত যে, তাহাদিগকে অগণিত ফেৎনা ও অশান্তি এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহাদের ঈমানে পরিপক্কতা লাভ হইবে এবং তাহারা অগ্নি দগ্ধ স্বর্ণের মত হইয়া উজ্জল ও দীপ্ত হইবে।

জামাতে আহ্‌মদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ্ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া অগণিত ভবিষ্যদ্বানী তাঁহার গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ করিয়াছেন। উহাদের মধ্যকার অনেক গুলিই নিজ নিজ সময়ে পূরা হইতে আমরা দেখিয়াছি এবং যাহা বাকী আছে তাহাও নিজ নিজ সময়ে নিশ্চয়ই পূরা হইবে, কেননা জমীন ও আসমান টলিতে পারে কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার ওয়াদা সমূহ টলিতে পারে না। ঐ সকল ওয়াদা অনুযায়ী আহ্‌মদীয়া জমাতের উপর কঠিনতম পরীক্ষা সমূহের উপস্থিতিও জরুরী ছিল, যেমন তাহা এখন উপস্থিত হইতেছে। অবশ্য আহ্‌মদীয়তের প্রথম দিন হইতেই পরীক্ষা ও বিপদাবলীর ধারা অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে পরীক্ষা যে কঠোরতম রূপ ধারণ করিয়াছে ইহাও বস্তুতঃ হুজুর আকদাস (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ীই হইয়াছে। যেমন, হুজুর (আঃ) তাঁহার জামাতকে ঐ সকল পরীক্ষা ও বিপদের আগমন এবং সেই সময়ে সবর ও ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দান করিয়া বলিয়াছেন :

"ধন্য তাহারা, যাহারা খোদার বাক্যে ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তী কালিন বিপদাবলির জন্য ভীত হয় না। কারণ বিপদাবলির আগমনও আবশ্যক যেন খোদাতালা তোমাদের পরিক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে স্বীয় বয়েতের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যবাদী? .... কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিবে, তাহাদের উপর বিপদের ভূমিকম্প আসিবে, দুর্ঘটনার তুফান বহিবে, জাতিগণ তাহাদের প্রতি হাস্য-বিদ্রূপ করিবে এবং জগৎ তাহাদের প্রতি উপেক্ষামুলক ব্যবহার করিবে। পরিশেষে তাহারা বিজয় লাভ করিবে এবং আশিসের দ্বারা সমূহ তাহাদের জন্য উদঘাটিত হইবে।"

বন্ধুগণ দেখিতেছেন যে, উল্লিখিত যাবতীয় অবস্থাই এখন আমাদের উপর বিরাজ করিতেছে। বিপদের ভূমিকম্প সংঘটিত হইতেছে, দুর্ঘটনার তুফানও তীব্রতার সহিত বহিতেছে এবং জাতি সমূহ আমাদের প্রতি হাস্য-বিদ্রূপ এবং উপেক্ষা মূলক ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু এই পরীক্ষামূলক সংকটাপন্ন অবস্থার উল্লেখের পর অনুরূপ ভাষায় আর একটি সুনিশ্চিত এবং ঈমান উদ্দীপক সংবাদ দেওয়া হইয়াছে :

"পরশেষে তাহারা বিজয় লাভ করিবে এবং আশিষের দ্বার সমূহ তাহাদের জন্য উদঘাটিত হইবে।"

আমরা এলাহী ওয়াদা অনুযায়ী ভূমিকম্প ও দুর্ঘটনা সমূহ দেখিয়াছি এবং হয়ত ভবিষ্যতেও দেখিব কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য, সবর, ধৈর্য্য, সন্তুষ্টি ও দোয়ার দ্বারা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত পূর্ণ প্রেম-সম্পৃর্ক স্থাপন করিয়া সেই প্রতিশ্রুত মুহূর্ত্তকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা, যাহা আমাদিগের জন্য আধ্যাত্মিক বিজয় এবং বিপুল কল্যাণের দুয়ার উদঘাটনকারী হইবে। দুনিয়া উলট পালট হইয়া যাইতে পারে কিন্তু উক্ত এলাহী ওয়াদা নিশ্চয় পূর্ণ হইবে। আমাদের বিগত নব্বই বৎসরের ইতিহাস এই জীবন্ত স্বাক্ষর বহন করে যে, আমরা এই প্রকারের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীর মোকাবেলায় সবর ও রেজামন্দীর নমুনা প্রদর্শন করিয়া এবং খোদাতায়ালার সহিত কামেল সংযোগ স্থাপন এবং হযরত নবী করীম (সাঃ) এর পূর্ণ পয়রবী ও অনুসরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে একটি উল্লেখযোগ্য মর্যাদা লাভ করিয়াছি। সেই একই পদ্ধতীতে চলিয়া আমরা ভবিষ্যতেও আমাদের গন্তব্য স্থলের দিকে অগ্রসর হইব। এই বিপদরাসী আমাদের সংকল্পকে টলাইতে পারে না। আমরা এই অঙ্গীকারে কায়েম আছি যে, ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আমরা কুরবানী দিতে থাকিব এবং সদা সর্বদা দ্বীনকে দুনিয়ার (পার্থিব বিষয়ের) উপর অগ্রাধিকার প্রদান করিব।

জামাতে আহ্‌মদীয়াকে অমুসলমান সংখ্যালঘু বলিয়া আখ্যা দেওয়ার বিরয়টি আমাদের জন্য কোন নুতন কিছু নহে। আমাদিগকে

এই (আখেরী) যুগের আলেমগণ প্রথম দিন হইতেই কাফের বলা আরম্ভ করিয়া ছিল। তারপর কোন যুগ এমন নাই, যখন আমাদের উপর কুফুরের ফতোয়া দেওয়া হয় নাই। পার্থক্য শুধু এই যে, বর্ত্তমানে রাজনৈতিক সাংগঠনিক তৎপরতার ভিতর দিয়া আমাদের উপর কুফুরের ফতোয়া লাগান হইয়াছে এবং পাকিস্তানের ক্ষমতাশীল দল ধর্মকে আশ্রয় করিয়া এবং জামাত আহ্‌মদীয়াকে কুরবানীর বকরা বানাইয়া তাহাদের নিজেদের দলকে বিরাট ভাঙ্গনের কবল হইতে বাঁচাইবার এবং দেশের আভ্যন্তরীণ কন্দোল ও গোলোযোগ এড়াইবার মতলবে একটি সাময়িক প্রয়াসের আশ্রয় লইয়াছে।

যাহাই হউক, পৃথিবীর মানব ইতিহাসে ইহা একটি অতি বিরল ও দুর্লভ ঘটনা যে, কোন পার্থিব সরকার কোন জামাতের বা সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্বন্ধে স্বীয় অত্যাচার মুলক ফয়সালা তাহাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছে এবং সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে একটি অল্প সংখ্যক শান্তিকামী জামাতের উপর জুলুম ও অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালাইয়া এমন একটি জামাতকে অমুসলিম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, যাহারা দুনিয়াতে সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহ্‌তায়ালার তৌহীদের উপর কায়েম এবং হযরত মোহাম্মদ আরাবী (সাঃ)-এর রেসালত ও খতমে-নবুওতে সত্যকার বিশ্বাসী। আমাদের খোদা দেখিতেছেন যে আমাদের ধর্ম ইসলাম। দুনিয়া আমাদিগকে কাফের এবং অমুসলিম বলুক, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। আমরা সারা জগত ব্যাপীয়া ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতে কখনও পিছাইয়া যাইতে পারি না। আমরা ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অধিকতর কুরবানী করিয়া যাইতে থাকিব, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে তাঁহার রহমতের ছায়ার নীচে গ্রহণ করেন। আমাদের জামাতে লক্ষ লক্ষ এমন আত্মোৎসর্গকারী আছেন যাঁহারা কোন এক সময়ে আহ্‌মদীয়তকে নিছক কুফর মনে করিতেন কিন্তু যখন তাঁহাদের উপর সত্য সুপ্রকাশিত হইল, তখন হইতে পরবর্ত্তী কালে তাঁহারাই আহ্‌মদীয়তের জন্য আত্মোৎসর্গকারীতে পরিণত হইলেন। আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত সম্পর্কে নিরাশ নহি। আমরা তাঁহার ওয়াদা সমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় রাখি। কুফুরের ফতোয়া আমাদের সংকল্পে ফাটল ধরাইতে পারে না। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ফয়সালা আমাদের কুরবানীতে বাধাদান করিতে পারে না। আমরা জানি যে, এই পরীক্ষা আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতেই আমাদের উপর নাযেল হইয়াছে। আমরা তাঁহারই নিকট দোয়া করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে দৃঢ় পদক্ষেপের সহিত ইসলামের খেদমত করিয়া যাওয়ার ক্ষমতা ও সুযোগ দান করিতে থাকেন। (আমীন)।

আমাদের দেশে গাম্ভীর্যপূর্ণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অভাব নাই, যাঁহারা এই জামাতের শান্তি প্রিয়তার ঐতিহ্য সমূহ এবং ইসলামের জন্য

তাহাদের নিঃস্বার্থ অতুলনীয় আমলী খেদমত সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত আছেন। তেমনি ভাবে প্রত্যেক আহমদীই তাহার দৈনন্দিনের জীবনে ইসলামের যে জীবন্ত আদর্শ পেশ করিতেছে তাহা কোনও সত্য-নিষ্ঠ ব্যক্তির দৃষ্টির অগোচরে নহে। সুতরাং নিজেদের ঐতিহ্য সমূহ কায়েম রাখিয়া এবং ক্রমাগত দোয়ার উপরে জোর দিয়া ধৈর্য ও স্থৈর্য এবং সহিষ্ণুতার সহিত এই সময় অতিবাহিত করুন।

হে আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! যদিও ইহা এক বিরাট পরীক্ষার সময় বটে, কিন্তু আপনারা মর্মাহত হইবেন না। আপনারা আপনাদের দৃষ্টি সদা উর্দ্ধমুখী রাখুন। আপনাদের সংকল্পে অধিকতর মজবুতী পয়দা করুন এবং "খেলাফতে হাক্কা ইসলামীয়া"-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও অনুরক্ততা দৃঢ় করুন যাহাতে কুরআনী ওয়াদা মোতাবেক 'দ্বীনের মজবুতীর' উপকরণ সমূহ সৃষ্টি হয় এবং খোদাতায়ালা আমাদের 'ভীতির অবস্থাকে শীঘ্র শান্তি ও নিরাপত্তায়' পরিবর্তিত করেন।

সুতরাং খোদাতায়ালার সহিত পূর্বের চাইতেও অধিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলুন। সবর, দোয়া দরূদ ও সালাতকে নিজ সারথী করুন। নিজেদের কমজোরী ও ত্রুটী সমূহ দূর করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অধিকতর নৈকট্য লাভ করুন। যখন আসমান হইতে আওয়াজ আসিবে : الا ان نصر الله قريب—"শুন। আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকট", তখন এই সমস্ত ফতোয়া শূন্যে বিলিন হইয়া যাইবে এবং আমরা সারওয়ারে কওনাইন, সৈয়্যদুল আম্বিয়া, খাতামুন্নবীঈন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোবারক কদমের নীচে বসিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ রাজী স্মরণ করিব। এবং খোদার কসম সেই সময় দূরে নহে।

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মোকাম সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন :

"আমরা ইহলৌকিক জীবনে যে বিশ্বাস পোষণ করি, যাহা লইয়া আমরা সৃষ্টিকর্তার অপার অনুগ্রহে এই নশ্বর জগত হইতে প্রস্থান করিব, তাহা এই যে, আমাদের প্রভু ও নেতা, হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতেছেন খাতামান, নাবীয়ীন এবং খাইরুল মুরসালীন, যাঁহার হস্তে ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই পুরস্কার চরমত্বে পৌঁছিয়াছে, যাহার দ্বারা মানুষ সত্য পথ গ্রহণ করিয়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।"

[ইযালায়ে আওহাম]

"জনাব সাইয়েদানা ওয়া মাওলানা, সাইয়েদুল কুল ওয়া আফযালুর রুসুল হযরত খাতামান নাবীয়ীন মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য এক উচ্চস্থান ও উন্নত মর্যাদা আছে, যাহা একমাত্র সেই পূর্ণগুণময় ব্যক্তিত্বের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কাহারও পক্ষে উক্ত মর্যাদালাভ করা দূরে থাকুক, উক্ত মর্যাদার তাৎপর্য উপলব্ধি করাও কঠিন।" [তৌযিহে মারাম]

ধর্মহারা ব্যক্তিরাই ধর্মের নামে জুলুম চালায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর—২]

আর এক ঘটনা দেখুন। হযরত মুসা (আঃ) এবং তাঁহার অনুবর্তিগণের প্রতিও এইরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। ফেরাউন তাহাই বলিয়াছিল, যাহা তাহার পূর্ববর্তী জাতিগুলির তথাকথিত ধর্মীয় নেতাগণ বলিয়াছিল এবং সেই অত্যাচারের পথই ধরিয়াছিল, যাহা খোদার মনোনীতগণের বিপক্ষে আদিকাল হইতে জালেমগণ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, ফেরাউন তাহার অনুচরদিগকে আদেশ করিয়াছিল :

"হে আমার অনুগত, আজ্ঞানুবর্তী রাষ্ট্রের ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণ! মুসার উপর যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আপনারা তাহাদিগকে বল প্রয়োগ দ্বারা নিবৃত রাখুন, তাহাদের পুত্রদিগকে বধ করুন এবং তাহাদের কন্যাদিগকে জীবিত রাখুন। [সুরাহ্ মুমেন, রুকু ৩]

অতএব দেখুন স্বধর্ম-ত্যাগের অপরাধের এই শাস্তি নবীগণের জামাতগুলি কখনও ধর্মের নামে অবিশ্বাসীগণকে দেন নাই। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীগণ নবীগণের জামাতগুলিকে এই শাস্তি দিয়াছে। সেইরূপ হযরত মুসা (আঃ)-এর পরে হযরত ঈসা (আঃ)-কে কত নির্যাতন সহিতে হইয়াছে। এমন কি, শত্রুগণ কার্যতঃ তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া বধ করিবার চেষ্টা করে এবং তাঁহার শিষ্যদের উপরও নানাপ্রকার অত্যাচার করে। বস্তুতঃ উৎপীড়ন, নির্যাতন ও জুলুম ধারাবাহিকতার সহিত এখন পর্যন্ত ধর্মের নামে অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে। স্বধর্ম-ত্যাগীর শাস্তি বলিয়া যাহা সর্বদা কথিত হইয়া আসিতেছে, উহার কোন সনদ কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না। ধর্মগ্রন্থ বলিতে আমি ঐ ধর্মীয় গ্রন্থগুলিকে মনে করি, যাহা খোদাতায়ালা তাঁহরার নবীগণের উপর অবতীর্ণ করেন। ঐ গ্রন্থগুলির বিকৃত অবস্থায় নবীগণের অবর্তমানে শত শত বৎসর পর যদি পরবর্তী অসাধু ব্যক্তিগণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া বা নিজেদের ধারণা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাহাতে জুলুম করিবার শিক্ষা সংযুক্ত করিয়া দিয়া থাকে, তবে ঐশী ধর্মগ্রন্থগুলির ইহাতে কোনই দায়িত্ব নাই।

কোরআন করীম ধর্মের ইতিহাসের অখণ্ডনীয় বরাত দিয়া ইহা প্রমাণিত করিয়াছে যে, আম্বিয়া (নবীগণ) ও তাঁহাদের অকৃত্রিম শিষ্যগণ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নিগৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতি কঠোরতম অত্যাচার করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত শুধু আল্লাহ্তালার উদ্দেশ্যে ঐ সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন। এই ইতিহাস পাঠের পর পৃথিবীর কোন মানুষই যাহার কিছু মাত্র বুদ্ধি আছে, এই দাবী করিতে পারে না যে, ধর্মের দিক হইতে স্বধর্মত্যাগের কারণে কখনও কাহারও উপর জুলুম করা হইয়াছে। খোদার নবীগণ এক ধর্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম গ্রহণের শিক্ষা দিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা স্বয়ং এই শিক্ষা দেন তখন

তাঁহারা শুধু ধর্মান্তর গ্রহণের কারণে কাহারও প্রতি বল প্রয়োগ বা জুলুম করা কিরূপে সহ্য করিতে পারেন? কোরআন করীম হইতে ইহাও জানা যায়, শুধু নবীগণের জামাতগুলিই নহে, তাঁহাদের পরলোক গমনের শত শত বৎসর পরেও এরূপ অনেক মহান ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের প্রতি সম-সাময়িক জালেমগণ ধর্মের নামে জুলুম করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, খোদাতালার সন্তুষ্টি সমর্থন, বা সাহায্য তাহাদের সহিত ছিল না। ধর্মের সহিত এই অত্যাচারের দূরবর্তী কোন সম্পর্ক ও নাই।

এই প্রসঙ্গে কোরআন করীমে আসহাবে কাহাফের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা সেই সকল খ্রীষ্টান, যাঁহারা খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত শত্রুদের দ্বারা নিপীড়িত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে এত নির্যাতন করা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের উপর যেভাবে নির্মম অত্যাচার করা হইয়াছিল, তাহা স্মরণে আজিও হৃদয় ফাটিয়া যায়। আমি স্বয়ং সেই এমারতগুলি দেখিয়াছি যেখানে খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার করা হইত। সেই এমারতগুলি কলিসিয়ম (Collisium) নামে খ্যাত। প্রাচীন রোমান শাসন আমলে কলিসিয়ম এক প্রকার থিয়েটার বা রঙ্গালয় বিশেষ ছিল! সেখানে পাহ্‌লওয়ানদের মল্ল যুদ্ধ এবং ব্যাঘ্র ও মহিষের লড়াই হইত।

সে সময়ের কথা কোরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সময়ে এই রঙ্গালয়গুলি খ্রীষ্টান-দের প্রতি অত্যাচারাগার রূপে ব্যবহৃত হইত। এক দিকে, পিঞ্জরের মধ্যে ক্ষুধার্ত সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র বন্য জন্তুগুলিকে অনেকদিন যাবত অনাহারে আবদ্ধ রাখা হইত এবং অন্য দিকে, সেই খ্রীষ্টানদিগকেও পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত, যাহাদের সম্বন্ধে তৎকালীন ধর্মীয় নেতাগণ মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া দিত, যেহেতু তাঁহারা এক ধর্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিঞ্জরের মধ্যে একদিকে এই সকল মুরতাদদিগকে অনশনে, অনাহারে, বস্ত্রহীন অবস্থায়, নগ্নদেহ রাখা হইত! তাঁহাদিগকে দিনের পর দিন খাদ্য ও পানীয় হইতে বঞ্চিত রাখা হইত, যাহার ফলে পিঞ্জর হইতে রঙ্গালয়ের লৌহ চক্রের মধ্যে বহিস্কৃত হইবার সময় তাঁহারা দাঁড়াইতে পর্যন্ত পারিতেন না এবং অন্যদিকে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হিংস্র জন্তুগুলিকে যখন পিঞ্জর হইতে সেই লৌহচক্রের মধ্যে তাঁহাদিগের দিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তখন তাহারা হিংস্রতর হইয়া ভীষণ গর্জন সহকারে বিদ্যুৎগতিতে মানব শিকার গুলির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহাদিগের হাড়গুলি পর্যন্ত চিবাইয়া খাইয়া ফেলিত। দর্শককে ভরা হলগুলি এই দৃশ্যে হাসির উচ্চরোলে ভরিয়া উঠিত। চতুর্দিকে রব হইত, 'ধর্মান্তর গ্রহণকারী মুরতাদদের শাস্তি ইহাই।' দর্শকগণ সেদিন সন্ধ্যায় উচ্চ রবে হাসি-তামাসা করিতে করিতে বাড়ীতে ফিরিয়া দাবী করিত যে, ধর্মান্তর গ্রহণ বিপ্লব থামাইবার জন্য ইহা এক চমৎকার কার্যকরী উপায়! কখনও ক্ষুধার্ত ও ক্ষিপ্ত মহিষগুলিকে তাঁহাদের দিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ঐ মহিষগুলি অভিনব পরিবেশ ও বিরাট জনতার ভীতিপূর্ণ দৃশ্যে উন্মত্তবৎ হইয়া পড়িত। এমন

সময়ে সেই সব নিগৃহীত খ্রীষ্টানগণকে তাঁহাদিগের দিকে বিতাড়িত হইয়া আসিতে দেখিয়া উহাদের চক্ষুগুলি রক্তপূর্ণ হইয়া উঠিত। রাগে দ্বেষে ও হিংস্রতায় উহারা ভীষণ রূপ ধারণ করিত এবং কামারের হাপরের ন্যায় উহাদের নিঃশ্বাস সশব্দে বাহির হইতে থাকিত। তাহারা প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া সাপের ফোঁপানির ন্যায় বিশেষ শব্দ সহকারে শ্বাস প্রশ্বাস লইতে লইতে মাথা নোয়াইয়া তাহাদের দুর্বল, নিরীহ নিরুপায় শিকারগুলিকে আক্রমন করিত। কখনও তাঁহাদিগকে শৃঙ্গে বিদ্ধ করিত। আবার কখনও তাঁহাদিগকে পদ-তলে নিষ্পেষণ করিত। নিগৃহীত ব্যক্তিগণের ব্যথা নিঃসৃত দীর্ঘশ্বাসগুলি কৌতুহলমত্ত দর্শকগণের কোলাহলের মধ্যে বিলিন হইয়া যাইত। কিন্তু ঐ ধর্মবিশ্বাসী মোমেনগণের দৃঢ়তার কোনই স্খলন ঘটিত না। দারুণ ক্ষুৎ-পিপাসার ফলে তাঁহাদের কৃশ ও দুর্বল পাগুলি কাঁপিলেও, তাঁহাদের ঈমান কম্পিত হইত না। তাঁহারা ঈমানের বলে বলিয়ান হইয়া অতুলনীয় সাহসিকতার সহিত সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেন। কখনও তাঁহারা হিংস্র জন্তুদের ভক্ষ্য হইয়াছেন কখনও তাঁহারা বন্য মহিষদের শৃঙ্গের মালা হইয়া গিয়াছেন।

এই অত্যাচারের ধারা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশমান হইয়া ৩০০ বৎসর ব্যাপী খ্রীষ্টানদের উপর চলিতে থাকে। অবশেষে যখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, তথা কথিত মানুষের মধ্যে তাঁহাদের মাথা লুকাইবার স্থান নাই, তখন তাহারা ভূ-পৃষ্ঠ ছাড়িয়া মাটির নীচে গুহায় গমন করিলেন। তাঁহারা গুহার মধ্যে ইঁদুর, কীট, পোকা, সর্প ও বিচ্ছুর সহিত বাস করিতে নিরাপদ বোধ করিলেন কিন্তু মাটির উপর বসবাসকারী মানুষের মধ্যে তাঁহাদের জন্য কোন স্থান ছিল না। কারণ এই বিষধর প্রাণীগুলি, দীর্ঘ পোষাক পরিহিত ধর্মনেতাগণ অপেক্ষা তাহাদের জন্য কম ক্ষতিকর ছিল।

গুহাবাসী আসহাবে-কাহাফ ছাড়াও কোর-আন করীমে একেশ্বরবাদী আদি খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধেও উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে ধর্মহীন শাসকগণ ধর্মের নামেই জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছে। তাঁহাদের অপরাধ মাত্র ইহাই ছিল যে, তাঁহারা সর্বশক্তিমান, মহা গুণময় খোদার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। সূরা আলবুরুজে তাঁহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন নিম্নে ইহার সরল অনুবাদ দেওয়া হইল :

"কসম ! রাশি সম্বলিত আকাশের ও প্রতিশ্রুত দিনের এবং এক মহান সাক্ষীর ও সেই মহাপুরুষের যাঁহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। পরিখার অধিকারীগণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ সেই অগ্নি প্রজ্জ্বালনকারীগণ, যাহারা পরিখার মধ্যে অগ্নিকে ইন্ধন দ্বারা খুব প্রজ্জ্বালিত করিয়াছিল। কতই ভয়াবহ ছিল ঐ সময়, যখন তাহারা পরিখাগুলির পাড়ে বসিয়া দহ্যমান মোমেনগণের অবস্থা দেখিতেছিল এবং

তাহাদের অসন্তুষ্টির কারণ ইহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তাঁহারা সর্বশক্তিমান ও মহাগুণময় খোদার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন, যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তা। খোদাতালা সকল বিষয়েরই নিরীক্ষক।"

ধর্মের নামে যাহারা নৃশংসতা করে, তাহারা নিজেরাই যে প্রকৃত পক্ষে ধর্মহীন তাহার আরো একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ কোরআন করীমে দেওয়া হইয়াছে। এই জালেমগণ খোদার নামে খোদার এবাদতে বাধা দেয়। তাহাদের এই অত্যাচার মোমেনগণের পক্ষে যাবতীয় দৈহিক কষ্ট হইতে অধিকতর কষ্টদায়ক। আল্লাহ্‌তালা সুরা বাকারা'র ১৪ রুকুতে বলেন:

"ধর্মের ঐ সকল মিথ্যাদাবীদার হইতে বড় জালেম কেহ হইতে পারে কি, যাহারা খোদার নাম লইয়া খোদার এবাদতে মানুষকে বাধা দেয় এবং মসজিদগুলিতে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করে ও মসজিদগুলিকে উজাড় করিবার চেষ্টা করে।"

(সুরা বাকরাহ্‌, ৪ রুকু)

বস্তুতঃ, কোরআন করীম অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুন্দর ভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে রক্তপাতের অভিযোগকে খণ্ডন করেন এবং ধর্মের পবিত্র নামে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নৃশংস নির্যাতন হওয়ার কথা স্বীকার করিয়াও কোরআন করীম ইহা প্রমাণ করেন যে, সত্য ধর্মের খাঁটি অনুবর্তিগণ এই অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ।

পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ধর্মহীন মানুষের ব্যবহার ছিল এইরূপ. যখন খোদাতায়ালার জ্যোতির পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। কিন্তু যখন তাঁহার জ্যোতির পূর্ণ বিকাশের সময় উপস্থিত হইল এবং আরব উপদ্বীপের দিগন্তে পূর্ণ সত্যের মূর্তিমান সূর্য উদিত হইল, তখনও ধর্মহীন জালেমরা তাহাদের রীতির পরিবর্তন করিল না। যখন বিশ্ব-সম্রাটের আগমন হইল, সহস্র সহস্র বৎসর যাবত আদম সন্তানগণ যাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, যাঁহার পথ চাহিয়া এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, যাঁহার জন্য বিশ্বের সৃষ্টি, যাঁহার শরীয়ত সকল শরীয়ত অপেক্ষা উজ্জ্বল, যাঁহার মর্যাদা সকল নবী হইতে উচ্চ, মানবতার সেই শ্রেষ্ঠ বিকাশ, খোদার মহিমা ও গৌরবের প্রকাশস্থল, সকল নবী অপেক্ষা নিষ্কলঙ্ক নবী যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহাকেও নির্যাতন ও নিপীড়নের লক্ষ্যস্থল করা হইল এবং এই অত্যাচার ও উৎপীড়ন এমনই নিদারুণ ছিল যে, উহার দৃষ্টান্ত ধর্মের ইতিহাসে কোথাও দেখা যায় না।

পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি পৃথক পৃথক রকমে যে সকল নির্যাতন করা হইয়াছিল, সেই সমুদয় সমষ্টিগতভাবে একা এই নবী ও তাঁহার জমাতের উপর করা হইল। প্রখর রৌদ্রে, উত্তপ্ত বালুকায় নগ্ন দেহে তাঁহাদের বুকের উপর যন্ত্রণাদায়ক ভারী প্রস্তর রাখা হইত। মক্কার কঙ্করময় অলিগলিতে মৃত পশুর ন্যায়

পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া বেড়ান হইয়াছিল, বহু বৎসর পর্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত পূর্ণ সামাজিক বয়কট করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে ক্ষুৎ-পিপাসায় রাখিয়া দারুন ক্লেশ দেওয়া হইয়াছিল। কখনও তাঁহাদিগকে সঙ্কীর্ণ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। কখনও তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। কখনও স্ত্রীকে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। কখনও স্বামীকে স্ত্রী হইতে পৃথক করা হইয়াছে। পবিত্রা গর্ভবতী মহিলাকে উটের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া উচ্চ হর্ষধ্বনি করা হইয়াছে। এই প্রকার আঘাতের ফলে তাঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। প্রার্থনায় আসীন ব্যক্তিগণের উপর উষ্ট্রের নাড়ীভূড়ি নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে গালি দেওয়া হইয়াছে। কর্মশূন্য ভবঘুরে ছোকরাগণ তাঁহাদিগকে পথে ঘাটে অপমানিত করিয়াছে। পৃথিবীর জঘন্যতম অর্বাচীনেরা তাঁহাদের উপর মুষলধারে প্রস্তর বর্ষণ করিয়াছে। পৃথিবীর পবিত্রতম রুধির তায়েফের রাস্তা সিক্ত করিয়াছে। তাঁহাদিগের খাদ্যের মধ্যে বিষ দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করা হইয়াছে। তরবারির দ্বারা কুরবানীর জন্তুর ন্যায় তাঁহাদিগকে জবেহ্ করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি তীর ও প্রস্তর বর্ষণ করা হইয়াছে। উহুদ প্রান্তর সাক্ষী যে, পাষাণ হৃদয় নরপিশাচগণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ মহাপুরুষের দাঁত শহীদ করিয়াছিল। বিশ্বাসীগণকে বর্শায় বিদ্ধ করা হইয়াছে। তাঁহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কলিজা ছিঁড়িয়া কাঁচা চর্বন করা হইয়াছে। নৃশংস রোমান নরপতিগণ হিংস্র জন্তুর সাহায্যে যাহা করিয়াছিল আরবের হিংস্র মানুষেরা নিজেরাই তাহা করিয়া দেখাইয়াছে।

ধর্মের নামে এই নজীরবিহীন রক্তপাত শুধু এই জন্য করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা বলিয়াছিলেন :

"রাব্বুনাল্লাহ্"—"আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্।" ধর্মের নামে এহেন রক্তপাত শুধু এই জন্যই করা হইয়াছিল যে মক্কার মুশরিকদের নিকট মুসলমানগণ ছিলেন ধর্মত্যাগী ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার মতাবলম্বীদের নাম মুশরেকগণ সাবী রাখিয়াছিল। সাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হইত, যে পূর্ব পুরুষের ধর্ম ছাড়িয়া অন্য কোন নূতন ধর্ম গ্রহণ করিত এই ধর্মান্তর গ্রহণ তথা ইরতাদাদের ফিৎনা (আমরা আল্লাহ্র শরণ লই) দমনের জন্য তাহারা সেই সমস্ত উপায়ই গ্রহণ করিল, যাহা পূর্ববর্তী নবী ও তাঁহাদের জামাতসমূহের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

ধার্মিকদের উপর ধর্মহীনদের এই সকল অত্যাচার অনাচারের কাহিনী অতি দীর্ঘ। এমন এক জাতিকে এই দুঃখ দেওয়া হইয়াছিল, যাঁহারা ধর্ম-আকাশে চাঁদ ও সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল আলো প্রদান করিতেছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে ধর্মের উন্নতির চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল, যাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির মার্গের উর্ধ্বে আর কোন মার্গ নাই, যাঁহাদের অপেক্ষা ভাল মানুষ ইতিপূর্বে কোন

ধর্মই উৎপাদন করে নাই, ভবিষ্যতেও মরলোকে কোন দিন উৎপাদিত হইবে না। কিন্তু বিশ্ব-শিল্পীর সেরা সৃষ্টি এই নবীসম্রাট ও তাঁহার অনুরক্তগণ অত্যন্ত ধৈর্য, গাম্ভীর্য ও অসাধারণ সহিষ্ণুতা সহকারে সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। মুখে 'উ' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই। তাঁহারা নিজেরা দুঃখ ভোগ ও কুরবানী করিয়া এবং নিজেদের দেহের রক্ত দিয়া দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ধর্ম-বিরোধীগণই অত্যাচারী ও অশান্তি সৃষ্টিকারী, ধর্মগ্রহণকারীগণ নহেন।

(ক্রমশঃ)

[ধর্মের নামে রক্তপাত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত]

*

জুমার খুতবা

(৬-এর পৃষ্ঠার পর)

আল্লাহ্‌তায়ালা সব কিছু জানেন। আল্লাহ্‌তায়ালার সমক্ষে যখন এই সকল ফৎওয়া যায়, তখন তাঁহার কার্যকরী সাক্ষ্য আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে, এই প্রকারের ফৎওয়া তাঁহার দরবারে কবুল নহে।

অতএব আমাদের বিরুদ্ধে দেওয়া ফতওয়া সকলের কোন মূল্য নাই। এখানে "আমাদের" বলিতে শুধু আজিকার জগতের আহমদীগণ নহে বরং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যুগ হইতে ঐশী-প্রেমে বিলীন ও রসুল-প্রেমে বিভোর এবং ইসলামী তালীমে রঙীন সকল যুগের সকল স্থানের মুসলমান অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের বিরুদ্ধে এই সকল ফতওয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাতে তাহাদের কিছুই আসে যায় না। ইহা এই জন্য যে, কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন هو سماكم المسلمين অর্থাৎ—আল্লাহ্‌তায়ালাই তোমাদিগকে মুসলমান বলিয়াছেন। অতএব সারা দুনিয়া যদি একযোগে কাফের বলে, তাহা হইলে ও তোমরা অমুসলমান হইয়া যাইবে না। কারণ স্বয়ং খোদা তোমাদিগকে মুসলমান বলিয়াছেন।

এখন আর এক প্রশ্ন উঠে না যে যায়েদ ও বকর আমাকে বা তোমাদিগকে কাফের বলিতেছে বা মুসলমান। এখন এই প্রশ্ন থাকিয়া যাইবে যে, যে সকল শর্তে আল্লাহ্‌তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ব্যক্তিগণকে মুসলমান সাব্যস্ত করিয়াছেন ও তাহাদের ধর্ম ইসলাম ঘোষণা করিয়াছেন, সেই শর্ত সমূহ তোমাদের মধ্যে পূর্ণ হইতেছে কিনা? ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ যে আজ আহমদীদিগের মধ্যে ভারী গরিষ্ঠ সংখ্যা ঈমানের দাবী সমূহকে পূর্ণ করে। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুনাফেক আছে

এবং কিছু সংখ্যক দুর্বল ঈমান রাখে। কিন্তু ইহা সত্বেও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, আহ্‌মদীগণের মধ্যে ভারী গরিষ্ঠ সংখ্যা ঈমানের সকল দাবীকে পূর্ণ করে এবং তাহারা তাহাদের রবকে ভালবাসে। তাহারা তাঁহার আঁচলকে মজবুত করিয়া ধরিয়া আছে যে, এক মুহূর্তের জন্যও তাহারা তাহাদের হস্ত শিথিল করিতে প্রস্তুত নহে। সুতরাং আহমদীয়া জামাতের এই গরিষ্ঠ সংখ্যা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্ববর্তী নবীগণকে দিয়া মুসলমান ঘোষণা করাইয়াছেন এবং কুরআন করীমে তাহাদের মুসলমান হওয়ার এলান করিয়াছেন, তাহাদিগকে আজাদ কাশ্মীর এসেমব্লী অথবা সারা দুনিয়ার জাহেরী উলেমা কি ভাবে অমুসলমান সাব্যস্ত করিতে পারে? এরূপ করিলে তাহারা খোদাতায়ালার মোকাবেলায় খাড়া হয় এবং তাহারা জানে না যে, হযরত আদম (আঃ) হইতে আজ পর্যন্ত যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে খাড়া হইয়াছে, খোদার কহরের হাত তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে।"

"একজন আহ্‌মদীর সহিহ্ মোকাম কি তাহা আমি আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চাই। আপনারা "দোয়া করুন এবং সেই মোকামে মজবুত ভাবে কায়েম থাকুন। কারণ আমাদের জন্য যে ওয়াদা আছে এবং আমাদিগকে যে শুভ সংবাদ দেওয়া হইয়াছে," উহা এই শর্তে যে, খোদাতা'লা আমাদিগকে যে মোকামে খাড়া করিয়াছেন, উহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই এবং উহাকে পরিত্যাগ না করি। আল্লাহ্‌তায়ালার আঁচলকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে হইবে। আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ভাল বাসিবে। নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। নিঃস্বার্থ খেদমতে সদা অগ্রগামী থাকিবে। এইভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার ভালবাসা লাভ করিতে হইবে। যখন দুনিয়া আমাদের ভালবাসাকে গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিবে, তখন হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর এই এলহামকে স্মরণ করা—"এসো নামাজ পড়ি এবং কেয়ামতের দৃশ্য দেখি" এবং একান্ত বিনয়াবনত হইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতকে আকর্ষণ করা এবং রব্বে করীমের দিকে বিভোর হইয়া ঝুঁকিয়া কাদের এবং পরাক্রমশালী খোদার ক্রোধের মহান নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা আমাদের জন্য ফরজ হইবে। এইরূপ অবস্থায় আমাদের দোয়া হইবে, হে রহিম খোদা! আমাদিগকে মকবুল দোয়া করিবার তৌফিক দাও, যদ্বারা অন্ধকাররাশী যেন আলোকে পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং দুনিয়া و اشرقت الارض بنور ربها অর্থাৎ, "যমীন তাহার রব্বের নূরে সমুজ্জল হইয়া উঠিবে," এই দৃশ্য দেখিতে থাকে। আল্লাহুম্মা আমীন।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৩ ইং)

অনুবাদ: মৌঃ মোহাম্মাদ

একটি চ্যালেঞ্জের জবাব

[গত ২রা আশ্বিন তারিখের পূর্ব দেশে চিঠি পত্রের কলামে আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীরের বিবৃতির শিরোনামায় একটি চ্যালেঞ্জ পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ দিনই উহার জবাব লিখিয়া পূর্বদেশ পত্রিকা অফিসে ছাপাইবার জন্য পাঠান হয়। আহমদী পত্রিকার গ্রাহকগণের অবগতির জন্য উক্ত জবাব নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।] —মোহতরম মৌঃ মোহাম্মাদ,

আমীর, বাঃ আঃ আঃ

অদ্য তারিখের পূর্বদেশ পত্রিকায় সৈয়দ আবিদ শাহ্ মুজাদ্দেদী আলমাদানী সাহেব উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে নবী এবং সংস্কারক আসিবে না বলিয়া চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন। জনাব সৈয়দ সাহেবের নামের মধ্যেই তাঁহার নামের একাংশ মোজাদ্দেদী। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে তিনি কোন মোজাদ্দেদের (সংস্কারকের) বংশধর অথবা অনুসারী। আবু দায়ুদের হাদীসের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে যে, "নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করিবেন, যিনি বা যাঁহারা উম্মতের জন্য ধর্মকে সংস্কার করিয়া দিবেন।" এই ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ), হযরত মহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ), হযরত আহমদ সারহান্দী মোজাদ্দেদ আলফে সানী (রহঃ), হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী (রহঃ), হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ) প্রমুখ মোজাদ্দেদগণ আসিয়াছেন। জানিনা আমাদের আপত্তিকারী মোজাদ্দেদী সাহেব ইহাদের মধ্যে কোন ঘরের।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল নবীর আগমন। আমার মনে হয় বাংলাদেশে মুসলমানদের এমন কোন ফেরকা নাই, যাঁহারা শেষ যুগে হযরত ঈসা নবী (আঃ) এবং হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বানীতে বিশ্বাসী নহেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—"তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা দেখিতে পাইবে ঈসা ইবনে মরিয়ম ইমাম মাহদীকে ন্যায় বিচারক মীমাংসা কারী রূপে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন এবং শুকর বধ করিবেন ও ধর্ম যুদ্ধ রহিত করিবেন।" —(মুসনাদ আহমদ হাম্বল, জিলদ ২, ৪১১)। অপর এক হাদিসে হযরত রসুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, "মাহদী ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত আর কেহ নহেন।" (ইবনে মাযা) এই দুইটি হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও ঈসা ইবনে মরিয়ম একই মহাপুরুষ। এই দুইটি তাঁহার গুণ প্রকাশক নাম। সহী মুস্লিমের হাদিসে শেষ যুগে আগমণকারী এই ঈসা (আঃ)-কে চারিবার নবীউল্লাহ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

সহী বোখারী হাদিসে মুসলমানদিগকে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তোমরা কিরূপ (অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা কিরূপ) হইবে, যখন ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হইবেন এবং তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম হইবেন। মুস্লিমের হাদিসে আরও আছে, অতঃপর তিনি তোমাদের ইমামতি করিবেন মধ্য হইতে তোমাদের।"

উপরোক্ত হাদিসগুলি হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে কোন এক ব্যক্তি ঈসা ইবনে মরিয়ম রূপে আগমন করিবেন এবং তিনি তাঁহার আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করিবেন। মুসলমান জন সাধারণের ধারনা বনি ইসরাইলী ইসা নবী আগমন করিবেন। কিন্তু তিনি মারা গিয়াছেন, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। মৌলামা আকরাম খাঁ সাহেবের কুরআনের তফসীরের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য। মৌলানা মৌদুদী সাহেবেরও অভিমত ইহা। হাদিস শরীফে এবং বুজুর্গানে দীন এই মহাপুরুষের নাম আহমদ হইবে বলিয়াছেন। তদনুযায়ী আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার মূল নাম আহমদ। মীর্যা ও গোলাম বংশগত ও পারিবারিক উপাধি। তিনি প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হইবার দাবী করিয়াছেন। এবং তাঁহার কার্য সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। এই কার্য হইল পবিত্র কুরআন ও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা ও আমলকে অপরিবর্তীত আকারে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা। বিশ্বাস করা বা না করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রহিয়াছে। তবে একটি কথা অনস্বীকার্য যে, আহমদী বা অন্যান্য মুসলমানগণ সকলই হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পর ঈসা নামে এক নবীর আগমনে বিশ্বাসী। প্রভেদ এই যে আহমদীরা কুরআন, হাদিস ও বুজুর্গানে দীনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিশ্বাস করে প্রতিশ্রুত ঈসা মুসলমানদের মধ্যে আসিয়াছেন। এবং অন্যান্য মুসলমানগণ মনে করেন যে, পরবর্তীতে ঈসা নবী আকাশ হইতে আসিবেন। হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ); হযরত মৌলানা রুম (রহঃ), হযরত মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) হযরত মৌলানা মুহম্মদ কাসেম নানতবী (রহঃ), হযরত মোল্লা আলী কারী (রহঃ), হযরত মোজাদ্দেদ আলফে সানি (রহঃ), ইমাম সিউতি (রহঃ), হযরত মোহাম্মদ তাহের সিদ্দি এবং হযরত ওলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেশ দেহলবী প্রমূখ বুজুর্গান উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে নবীর আগমনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, আগমনকারী মহাপুরুষ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শরীয়তের অধীন উম্মতি নবী হইয়া আসিবেন এবং তাঁহার নিজস্ব কোন শরীয়ত থাকিবে না। সমাগত মহাপুরুষ এইরূপই দাবী করিয়াছেন। যাহারা হজরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শরীয়তকে ছাড়িয়া আসিবে,

তাহারা কাজ্জাব হইবে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, তাঁহার ইন্তেকালের পর এইরূপ কাজ্জাবের সংখ্যা প্রায় ৩০ হইবে। বস্তুতঃ এই সংখ্যা বহু পূর্বেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা নিজেকে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর গোলাম বলিয়াছেন এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শরীয়তের এক চুল কম-বেশী করেন নাই। আহমদীগণ তাঁহাকে এই ভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং মানিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এর ন্যায় তাঁহার অনুগামী আহমদীগণও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ষোল আনা অনুসারী। দেখা গেল, প্রতিশ্রুত ঈসা নবীকে মানার বিষয়ে আহমদীগণ এক সমাগত প্রমাণসিদ্ধ দাবীদারকে মানিয়াছে এবং অন্যান্য মুসলমানেরা তাঁহার অপেক্ষায় আছেন এবং তাঁহাকে মানিতে হইবে বলিয়া বিশ্বাস রাখেন। এতদ্বারা আমার উক্তির দ্বিতীয় অংশটি সপ্রমাণিত হইয়াছে এবং সৈয়দ সাহেবের চ্যালেঞ্জ খণ্ডন হইয়াছে।

"মুহাম্মদীয় নবুয়াত ব্যতিরেকে সমস্ত নবুয়াতের দুয়ার বন্ধ"

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী (আনুগত্য) না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পূণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদীয় নবুয়াত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুয়াতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য, শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতী (অনুবর্ত্তী) হয়েন।"

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) [তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া পৃঃ ২৬ [

পাকিস্তান পার্লামেন্ট কর্তৃক আহমদীদিগকে অমুসলমান ঘোষণা করার সম্পর্কে অভিমত

[বিগত ৭ই সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান পার্লামেন্ট কর্তৃক পাকিস্তানের আহমদীদিগকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকা কঠোর প্রতিবাদ জানাইয়াছে। বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও মনিষিগণও এই ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ও নিজস্ব সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। অতি সাম্প্রতিক কালে ভারত বর্ষের বিখ্যাত জওয়াহের লাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মাদ আইয়ুব পাকিস্তানের এই ঘোষণার সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, উহা ভারত বর্ষের বহুল প্রচারিত Amirta Bazar Patrika (অমৃত বাজার পত্রিকা)-এর ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বন্ধুগণের অবগতির জন্য উক্ত অভিমতটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। —সম্পাদক]

পাকিস্তানে আহমদীয়া সম্প্রদায়

—ডঃ মোহাম্মাদ আইয়ুব
জওয়াহর লাল বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী

৭ই সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান পার্লামেন্টের সভায় পরিষদ একটি সাংবিধানিক সংশোধনী বিল পাশ করিয়াছে; ইহাতে কার্যতঃ সকল ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের আহমদীগণকে অমুসলিম সংখ্যালঘু বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আধুনিক কালে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইহা নিঃসন্দেহে একটি অভিনব ব্যাপার। কেননা, ইহা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বঘোষিত ধর্মীয় মর্যাদাকে ধর্মনিরপেক্ষ আইন দ্বারা পরিবর্তন করিতে চায়। সুতরাং ইহা যে শুধু রাজনীতির দিক হইতেই একটা বিতর্কিত সাংবিধানিক পদক্ষেপ তাহা নহে, ইহা ইসলাম ধর্মের অধিকতর সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের উপরেও কুঠারাঘাত স্বরূপ।

মজার কথা হইল যে, যদিও পাকিস্তান পার্লামেন্ট একটা অ-ধর্মীয় ধর্মনিরপেক্ষ সংস্থা, তবু ইহা ধর্মীয়-সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই অধিকার নিজের উপরে বর্তাইয়া লইল। একদিক হইতে ইহা পাকিস্তানের আইন পদ্ধতির উন্নতির ক্ষেত্রে একটা শক্ত খুঁটিও বটে; এবং সেই সঙ্গে যে বিতর্ক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কাল থেকেই গোঁড়া উলেমা এবং আধুনিকতাপন্থী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল

অর্থাৎ ইসলামী আইনের যথাযোগ্য ব্যাখ্যা দানে কোন সংস্থা যোগ্যতার অধিকারী—তাহার উপরেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উলেমা বলিয়া আসিয়াছেন যে, তাঁহারাই একটা সংস্থা-হিসাবে এই দায়িত্ব পালনে অধিকারী; কেননা তাঁহারাই ধর্মীয় মতবাদ ও ইসলামী ধর্মতত্ত্বে পাণ্ডিত্যের অধিকারী। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী লেয়াকত আলী খানের সময় হইতেই এই যুক্তি পেশ করিয়া আসিতেছেন যে, জাতির প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা হিসাবে পার্লামেন্টেরই এই দায়িত্ব পালন করা উচিৎ। কিন্তু গোঁড়াপন্থীরা এই যুক্তিটাকে বরাবরই চ্যালেঞ্জ করিয়া আসিতেছেন। যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া এই বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইল 'ইজমা' (সর্বসম্মত মত)। ইজমাই ছিল ইসলামী আইনে রদ-বদল করার ক্ষেত্রে সর্বস্বীকৃত পদ্ধতি। উলেমা মনে করেন যে, প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে 'ইজমা'র অর্থ হইল, —কেবল উলেমার সর্বসম্মত মত। কিন্তু, আধুনিকতাপন্থী শিক্ষিত শ্রেণী মনে করেন যে, কথাটির অর্থ হইল গোটা সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত মত,—অর্থাৎ গোটা সম্প্রদায়ের মতামত যে সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় তাহার, অর্থাৎ পার্লামেন্টের মত।

সুতরাং, আরও মজার কথা হইল যে, পাকিস্তান পার্লামেন্ট 'ইজমা' প্রকাশের এই অধিকার নিজের উপরে বর্তাইয়া লইল এমন একটি অন্দোলনের বদৌলতে, যাহা পাকিস্তানে শুরু হইয়াছিল, জমিয়া উঠিয়াছিল এবং পরিচালিত হইয়াছিল ধর্মীয় গোঁড়া ব্যক্তিদের দ্বারাই। পাকিস্তানী উলেমার জন্য এই বিজয় 'পিরিক বিজয়েও' (অপূরনীয় ক্ষতিকর অবস্থায়) পর্যবসিত হইতে পারে।

সিদ্ধান্তটির রাজনৈতিক জটিলতাও সুদূর প্রসারী হইতে পারে। যদিও আহমদীয়া বিতর্ক নব্বুই বছরের পুরাতন, যদিও ইহা ১৯৫৩ সনে ব্যাপক আকারে বিস্ফোরন ঘটাইয়াছিল; তবু সাম্প্রতিক আহমদী বিরোধী প্রচণ্ড গোলযোগের মধ্যেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্বের অনুরূপ গোলযোগের ঘটনাবলীতে সাধিত হয় নাই।

মনে হইতেছে যে, আহমদী বিরোধী দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং তার ফলে আহমদীগণকে অমুসলমান সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবীর পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল তাহা হইল মিঃ ভূট্টো এবং তাঁর সরকারের ঘাড় মট্‌কানো। উদ্দেশ্য ছিল মিঃ ভূট্টোকে, যাকে বলে হরসনের বাছাইয়ে (অর্থাৎ উভয় সংকটে) ফেলে দেওয়া।

ইহা এখন পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে যে, এই গোলযোগ ডানপন্থী লোকদের এবং উলেমার দ্বারা বিশেষতঃ, যাহারা গোড়াপন্থী 'জামাতে ইসলামী' দলভুক্ত তাহাদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। যেহেতু মনে হয়, আহ্‌মদীরা সম্প্রদায়গতভাবেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পি, পি, পি-কে সমর্থন করিয়াছিল, সেই হেতু, বিরোধীদলগুলি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মিঃ ভূট্টো

এবং তাঁহার শক্তিশালী সমর্থকদের মধ্যে একটা ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা চালাইয়াছিল। তাহাদের ষ্ট্রাটেজি যে পথে চলিতেছিল তাহা হইল: গোলযোগের ফলে, এবং এক্ষেত্রে যে ধর্মীয় হিষ্টিরিয়াকে জাগাইয়া তোলা হইয়াছিল তাহার ফলে, সরকারকে হয় আহমদীগণকে অমুসলমান সংখ্যালঘু ঘোষণা করিতে হইবে, যাহার দরুন সরকার তাহাদের সমর্থন হারাইবে, নয়তো সরকার যদি এ ব্যাপারে ইতস্তত: করে তাহা হইলে পাকিস্তানের যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ আহমদীদেরকে মুর্তাদ বলিয়া মনে করে তাহাদের চোখে সরকার হেয় প্রতিপন্ন হইবে।

মিঃ ভুট্টো সম্প্রদায়টিকে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবীটাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়া বাহ্যত: অপেক্ষাকৃত কম 'রাজনৈতিক' অশুভ-টাকেই বাছিয়া লেওয়ার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। এই করিয়াই তিনি, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে তাঁহার 'ইসলামী' পরিচিতিটাকে জোরদার করিয়া লইয়াছেন। এই আন্দোলনের পশ্চাতে কিছু অর্থনৈতিক কারণও নিহিত ছিল। বেশ কিছু সংখ্যক পরিবার, বিশেষত: পাঞ্জাবের ভূম্যধিকারী পরিবারগুলির অনেকেই আহমদী হইয়া যাওয়ার ফলে ঐ পরিবারগুলি বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আহমদীরা যতদিন অমুসলমান ঘোষিত হয় নাই ততদিন পর্যন্ত তাহাদের উপরে সম্পত্তি উত্তরাধিকারের ব্যাপারে মুসলিম আইন প্রযোয্য ছিল, যার ফলে তাহারা এজমালী সম্পত্তি হইতে তাহাদের অংশ দাবী করিতে পারিত; কিন্তু যেহেতু বর্তমান আইন তাহাদেরকে ইসলামের দায়রা হইতে খারিজ করিয়া দিল সেহেতু এই আইন তাদেরকে মুসলিম আইন অনুসারে আপসে আপ একই পূর্বপুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিল। ব্যাপারটি পাঞ্জাবী গোত্রের অনেকের উপরে আশীর্বাদ হিসাবেই দেখা দিবে। সবাই জানেন যে, আহমদীরা একটি উদ্যমশীল এবং সুসংবদ্ধ সম্প্রদায় হিসাবে পাকিস্তানের সিভিল ও মিলিটারী উভয় প্রকার চাকুরীর ক্ষেত্রেই অফিসার পর্যায়ে একটা আনুপাতিক শেয়ার অর্জনে সক্ষম হইয়াছে। যদিও বর্তমানের প্রণীত আইন চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার তারতম্য করে নাই; তবু ইহা মুমিন মুসলমানদের 'বিবেককে' জাগ্রত করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে, যাঁহারা অনুরূপ তারতম্য চালাইয়া যাওয়াটাকেই পছন্দ করিবেন।

(আই, এন, এফ, এ—সৌজন্য: দৈনিক অমৃত বাজার পত্রিকা, ১১/৯/৭৪ইং, কলিকাতা)

অনুবাদ—শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

পাক্ষিক আহমদীর চাঁদা গ্রাহকদের প্রতি বিশেষ আবেদন

অতীব দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, জামাতের প্রায় সকল ভাই ও বোনের নামে ক্রমাগত পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা পাঠান হচ্ছে কিন্তু কেহই অনুগ্রহপূর্বক উক্ত পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫/•• (পনরটি) টাকা পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না। অথচ আপনারা জানেন, বর্ত্তমান আর্থিক সংকট, মুদ্রণের দূর্মূল্য এবং নিউজ প্রিন্টের অগ্নিমূল্য সত্ত্বেও পত্রিকাটি উচ্চতর মানে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। কিন্তু আপনাদের ঔদাসিন্য দেখে মনে হচ্ছে যে, আহমদী পত্রিকাটি অচিরে বন্ধ হয়ে যাবে। বর্ত্তমান সংকটময় মুহূর্ত্তে আপনারা কি চান যে, আমাদের বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়াব একমাত্র মুখপত্র এই 'আহমদী' পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ থাকুক? নিশ্চয় না।

তাই এক্ষণে সকল গ্রাহক-গ্রাহিকার কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে তারা শীঘ্রই আহমদী পত্রিকার সকল বকেয়া ও বর্তমান চাঁদা জামাতের মাধ্যম বা ব্যক্তিগতভাবে মনি অর্ডার যোগে কেন্দ্রে প্রেরণ করুন। এতদসঙ্গে জামাতের স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবদিগকে জানান যাচ্ছে যে. তাঁরা যেন নিজ নিজ আওতাভূক্ত জামাতের সকল গ্রাহক-গ্রাহিকার সাথে যোগাযোগ করে পত্রিকার চাঁদা কেন্দ্রে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন। আহমদী পত্রিকা পাঠের গুরুত্ব ভাল ভাবে বুঝিয়ে নতুন নতুন গ্রাহক গ্রাহিকা সংগ্রহ করুন এবং তাঁদের নিকট থেকে সংগৃহীত চাঁদাসহ তাঁদের নাম ও ঠিকানা কেন্দ্রে পাঠান।

আল্লাহ্ আমাদের সবলের সহায় হউন আমীন।

—ম্যানেজার, পাক্ষিক আহমদী

ফিৎরানা ও ফিদিয়া

মোহতারম আমীর সাহেব বাঃ আঃ আঃ-এর নির্দেশে এবারের ফিতরানা মাথাপিছু ৪·০০ (চার টাকা) হিসাবে ধার্য করা হয়েছে। পৌণে তিন সের চাউলের দাম সরকারী রেশনের মূল্য হিসাবে এই ফিতরানা ধার্য করা হয়েছে। যারা ফিতরানা আদায় করতে পুরোপুরি সক্ষম নন, তাঁরা যেন অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ মাথাপিছু ২·০০ (দুই টাকা) হিসাবে উক্ত ফিতরানা আদায় করেন। উল্লেখযোগ্য যে, পরিবারের প্রত্যেকের ফিতরানা আদায় করা জরুরী। ইহা আদায় এবং বন্টন ঈদের পূর্বেই সম্পন্ন করতে হয়।

জামাতের সকল প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন শীঘ্রই জামাতের সকল সক্ষম ব্যক্তিগণের নিকট থেকে ফিতরানা আদায় করেন এবং আদায়কৃত অর্থের একদশমাংশ কেন্দ্রে (ঢাকায়) প্রেরন করেন। অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ গরীব ও অভুক্ত ভাই বোনদের মধ্যে বিতরণ করে দেন এবং ঈদের নামাজের পূর্বেই এই বিতরণ কার্য সুসম্পন্ন করেন। যদি ফেতরানার উক্ত অংশ সম্পূর্ণ বা আংশিক বিতরণের জন্য স্থানীয় জামাতে অভাব গ্রস্ত লোক পাওয়া না যায়, তবে উদ্বৃত্ত সমুদয় টাকা কেন্দ্রে পাঠাবেন।

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করয়িা সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.